সমকাল

তারিখ ..23. JUN. 2015......
পৃষ্ঠা ..৩... কলাম ..... ২......

কলেজে ভর্তির নতুন নিয়ম নিয়ে জটিলতা

■ সাব্বির নেওয়াজ

চলতি শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন এ নীতিমালার একাধিক ধারায় সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক শর্ত জুড়ে দেওয়ার অভিযোগে উচ্চ আদালতে ইতিমধ্যে তা দু'দফা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আদালত পৃথক দুটি রিটেই এ নীতিমালার বিপক্ষে আদেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় নীতিমালা প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত মন্ত্রণালয়ের কলেজ উইংয়ের কর্মকর্তারা কেউ এর দায় নিতে চাইছেন না। তারা একে অপরের কাঁধে দোষ চাপাচ্ছেন। ফলে এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা।

জানা গেছে, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুদের ওপর থেকে পরীক্ষার চাপ কমাতে এক দশক আগে ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ভর্তি পরীক্ষা ঘিরে বেপরোয়া কোচিংবাণিজ্য, কলেজগুলোতে ভর্তি দুর্নীতি ও অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিও সে সময়ে বিবেচনায় নেওয়া হয়। সেই থেকে প্রতি বছরই একাদশ শ্রেণীর ভর্তি নীতিমালায় এসএসসির ফলে পাওয়া জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে অভিভাবকদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায় বন্ধে 'ভর্তি ও উন্নয়ন ফি' নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। সবক্ষেত্রে সব অনুসরণ করা না হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই নীতিমালার কারণে চাপে থাকছে। তবে চলতি বছর এই নীতিমালায় সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক শর্ত জুড়ে দেওয়ায় নীতিমালাটি আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

আদালতের আদেশে অনেকে ফিরছে পুরনো পদ্ধতিতে

গত ১৪ মে সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির এ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ৬ জুন থেকে টেলিটক মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে এবং অনলাইনে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি আবেদন নেওয়া শুরু হয়। ২১ জুন পর্যন্ত আবেদনের সময় দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের। ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা আগামী ২৫ জুন প্রকাশের কথা রয়েছে। বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও টাকা জমা দেওয়া যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

এবারের এ ভর্তি নীতিমালায় বলা হয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএপ্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত অথবা জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনা হবে। আর মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে সমান জিপিএপ্রাপ্তদের ভর্তির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনা করা হবে। এতে বলা হয়, স্কুল ও কলেজ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে। তিনশ'র বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর অনুমতি আছে এমন কলেজ ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

কলেজে ভর্তির নতুন নিয়ম নিয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ইচ্ছা করলে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে। তবে পাঁচশ'র বেশি শিক্ষার্থী হলে অবশ্যই অনলাইনে ভর্তি করাতে হবে।

নীতিমালা জারির পর তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউনুস আলী আকন্দ সমকালকে বলেন, জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নীতিমালা করলেও গত বছর এবং এ বছর উচ্চ আদালতের আদেশ নিয়ে নটর ডেম কলেজ ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ভর্তিতে দুই নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে, যা বৈষম্যমূলক বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এ ছাড়া হাজার হাজার শিক্ষার্থী একই গ্রেড পয়েন্ট পাওয়ায় জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তিতে সমস্যা হতে পারে। জিপিএ সমান হলে অগ্রাধিকারের এক পর্যায়ে নম্বরও বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ একজন শিক্ষার্থী কোনোভাবেই তার নম্বর জানতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়।

নীতিমালার ২.১ ধারায় বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের আগে যারা এসএসসি পাস করেছে, তাদের এবার কলেজে ভর্তি করা হবে না। ৩.১ ধারায় বলা হয়েছে, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোনো বাছাই বা পরীক্ষা হবে না। এসএসসির ফলের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। এলাকা ভিত্তিতে কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে কী অনুপাতে কোটা নির্ধারিত হবে, তা বলা হয়েছে ৩.২ ও ৩.৩ ধারায়। ৪.২ ধারায় বলা হয়েছে, অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী টেলিটকের মাধ্যমে ১৫০ টাকা আবেদন ফি জমা দিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচটি কলেজ পছন্দ করতে পারবেন। ৯.১ ধারায় বলা হয়েছে, এই নীতিমালা দেশের সব সরকারি বা বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ৯.৩ ধারায় মন্ত্রণালয় বলেছে, এই নীতিমালার কোনো ব্যত্যয় হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি ও এমপিও বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

জানা গেছে, এরই মধ্যে ওই নীতিমালা চ্যালেঞ্জ করে, হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ পেয়েছে ঢাকার নটর ডেম, হলিক্রস ও সেন্ট জোসেফ কলেজ কর্তৃপক্ষ। চেম্বার আদালতও ওই আদেশ বহাল রেখেছেন। হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ওই তিন কলেজের ক্ষেত্রে নীতিমালার কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন। ফলে এসব কলেজে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তিতে বাধা নেই বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বর্তমানে বাহামা সফরে রয়েছেন। সফরে যাওয়ার আগে এ বিষয় নিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সমকালকে বলেন, 'নীতিমালা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। আমরা আমাদের ব্যাখ্যাগুলো আদালতে তুলে ধরব। নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই।'